একক ১(খ) ❑ আদি কংগ্রেস এবং নরমপন্থী জাতীয়তাবাদের আদর্শগত কাঠামো

গঠন

১(খ).০ উদ্দেশ্য

১(খ).১ প্রস্তাবনা

১(খ).২ প্রারম্ভিক কথা

১(খ).৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১(খ).৪ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ ও কর্মসূচী

১(খ).৪.১ ব্রিটিশ অর্থনীতির সমালোচনা—নির্গমন তত্ত্ব বা জেন থিয়োরী

১(খ).৪.২ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী

১(খ).৪.৩ নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম

১(খ).৪.৪ স্বায়ত্তশাসনের দাবী

১(খ).৫ আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি

১(খ).৬ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের দুর্বলতা

১(খ).৭ জাতীয় আন্দোলনের আদি পর্বে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া

১(খ).৮ আদি জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ

১(খ).৯ সারাংশ

১(খ).১০ অনুশীলনী

১(খ).১১ গ্রন্থপঞ্জী

১(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদিপর্বের ইতিহাস বা—

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ ও কর্মসূচী।
- আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ও তাদের দুর্বলতা।
- জাতীয় আন্দোলনের আদিপর্বে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিত্রি(য়া।
- আদি জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ।

১(খ).১ প্রস্তাবনা

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনাকাল থেকেই এদেশের মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শু(করে। ব্রিটিশের গ্রাস থেকে নিজেদের রাজ্য র(া করার জন্য লড়াই চালিয়েছিলেন হায়দার আলি, টিপু সুলতানের মতো দেশীয় শাসকেরা, আবার বিদেশী শাসনের সমস্ত অত্যাচারের ভার যাদের বহন করতে হত সেই কৃষকেরা ত্র(মাগত তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন যা চরম রূপ পেয়েছিল ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের মধ্যে। উনিশ শতকের এই সব কৃষক বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থানগুলি কোনসময়েই হয়তো ঔপনিবেশিক শাসনের শিকড়কে আলগা করতে পারে নি। কিন্তু এগুলি ছিল ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বি(দ্ধে সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংখ্যায় অগণিত হলেও এ বিদ্রোহগুলি সুসংগঠিত ছিল না। তাই ব্যর্থতাই ছিল তাদের চরম পরিণতি। অসাফল্য সত্ত্বেও উনিশ শতকের গণ-আন্দোলনগুলি জনসাধারণের মধ্যে সুপ্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি(রই পরিচয় দেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের রশি ধরেছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতারা। ভারতের জাতীয়তাবাদ নিয়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে লিখেছিলেন যে এ দেশে নানা জাতি। এই নানা জাতির মধ্যে রয়েছে একতা জ্ঞানের অভাব। রবীন্দ্রনাথ 'সমস্যা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন "যে দেশে একটা মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই, সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না।" ১৯২৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন A Nation in Making। বাঙালী, শিখ, রাজপুত, মারাঠী বা তামিল প্রভৃতি জাতিসত্তার ভারতীয় হয়ে ওঠা, এক জাতীয়তাবোধের সূত্রে সহস্র প্রাণের বাঁধা, পড়া, এই হোল জাতীয়তা।

ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন (ে ত্রে নানারকম পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনই জন্ম দেয় জাতীয়তাবাদের। পাশ্চাত্য শি(ার প্রসার নিঃসন্দেহে ভারতীয় সমাজ জীবনে

একগভীর প্রভাব ফেলেছিল। ধর্মীয় ও সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলি জাতীয় চেতনার প্রাথমিক সোপান তৈরী করেছিল। আবার ব্রিটিশ প্রশাসন অর্থাৎ সমস্ত দেশে এক শাসনব্যবস্থা, একই রকম আইন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ দেশের মানুষকে একে অপরের কাছে নিয়ে এসেছিল। ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব এ দেশের মানুষের কাছে ত্র(মাগতই পীড়াদায়ক হয়ে উঠছিল। ব্রিটিশ শাসক হয়ে উঠেছিল তাদের সাধারণ শত্রু। ইংরেজদের বর্ণ বিদ্বেষ নীতি, ইলবার্ট বিলের বি(দ্ধে ইংরেজদের আন্দোলন ভারতবর্ষের মানুষকে তাদের সাধারণ শত্রু সম্পর্কে আরো সজাগ করে তুলেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পপুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল এবং জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের অস্তিত্ব ত্র(মশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ভারতীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র ধার করে শত্রুর বি(দ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে তৈরী হচ্ছিল। এই অস্ত্রগুলি হলো শি(া, সংবাদপত্র ও আইন। এই তিনটি অস্ত্রই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হয়েছিল। জাতীয়তাবাদীদের এক বিরাট সংখ্যক ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। ইংরাজী শি(া এক রাজনৈতিক চিন্তা ও সচেতনতার ভিত্তি তৈরী করেছিল। আর সংবাদপত্রের ছিল ভারতীয় জনমত সংগঠনের ভূমিকা। জাতীয় আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার ছিল সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রিকা। এই সবেরই ফল হলো এক সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ। এই জাতীয় আন্দোলনের ত্র(মবিকাশই আমরা এখানে পড়ব।

১(খ).২ প্রারম্ভিক কথা

সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিলেন ভারতের আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজ। তাঁরা রাজনৈতিক শি(া প্রসার করার জন্য ও অন্যান্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য কিছু কিছু রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায় ও প্রখ্যাত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শি(ক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের (ডিরোজিয়ান) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইয়ং বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেছিল 'অ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন।' যোগেশ বাগলের মতে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সভা হল 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'। তবে জমিদার সমিতিই ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সমিতি বলে অনেকে মনে করেন। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৩৮ সালে জমিদার সমিতির নাম হয় ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ টমসনের প্রেরণায় জন্ম নিল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। ১৮৫১ সালে স্থাপিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন।' প্রায় একই সময়ে ১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন' এবং 'বোম্বে এ্যাসোসিয়েশন।' এ ছাড়া নানারকম সমিতি ও ক্লাব স্থাপিত হয়েছিল সারা দেশ জুড়ে। এদের বেশীরভাগেরই চরিত্র ছিল আঞ্চলিক। ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার গোষ্ঠীরা এগুলিতে আধিপত্য করতেন। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, শাসনবিভাগে বেশীসংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ, শি(া বিস্তার এবং ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতির ওপর তাঁরা জোর দিতেন।

তবে এই বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব কৃষকসমাজের সহজাত প্রতিত্রি(য়ার তুলনায় ছিল অনেক বেশী সতর্ক ও দ্বিধাগ্রস্ত। ব্রিটিশশাসন সম্পর্কে মোহ ঘুচতে তাদের আরো অনেকদিন সময় লেগেছিল। ১৮৬৬-তে দাদাভাই নৌরজী লন্ডনে 'ইস্ট ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের সমস্যাকে ব্রিটেনের জনসাধারণের কাছে তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও দেশের সম্পদ লুণ্ঠনই যে ভারতের দারিদ্র্যের কারণ এ কথা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। 'Drdin of Wealth' বা সম্পদ নির্গমনের তত্ত্ব নিয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Poverty and Un-British Rule in India' তে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ১৮৭০ সালে বিচারপতি রাণাডে, গণেশ বাসুদেব যোশী, এস.এইচ. চিপলুংকর প্রভৃতির উদ্যোগে 'পুনা সার্বজনিক সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়।

লিটনের (১৮৭৬-১৮৮০) প্রতিত্রি(য়াশীল শাসননীতি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কর্মধারাকে গতিসম্পন্ন করে তোলে। ত(ণ সমাজ বিশেষ করে বাংলাদেশে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের জমিদার ঘেঁষা রাজনীতি আর পছন্দ করতে পারছিলেন না। ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো 'ভারতসভা বা Indian Association। এটি ছিল একেবারেই মধ্যবিত্তদের সংস্থা যার চাঁদার হার ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। সিভিল সার্ভিস পরী(া নিয়ে আন্দোলন শু(করে এরা চাইছিলেন সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক আবর্তে সত্রি(য় করে তুলতে। একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হতেলাগল সারা দেশ জুড়ে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় 'জাতীয় কংগ্রেস' কথাটি ব্যবহার করলেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক শি(ায় অনেকখানি পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। সব মিলিয়ে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত এক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার প্রে(াপট তৈরী হয়ে নিয়েছিল।

১(খ).৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ হলে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজকর্মচারী এ.ও. হিউমের সহযোগিতায় ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৭২ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন।

কংগ্রেসের জন্মের ইতিহাস নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় হিউমের উৎসাহ কেন ছিল এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। হিউমকে জাতীয় কংগ্রেসের জনক বলে মনে করেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হিউমের জীবনীকার ও কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনের সভাপতি ওয়েডারবার্ণ, কংগ্রেসের সরকারী ঐতিহাসিক পট্টভি সীতারামাইয়া ও প্রখ্যাত বামপন্থী তাত্ত্বিক ও কংগ্রেসের কঠিনতম রজনীপাম দত্ত। ওয়েডারবার্ন লিখেছেন যে হিউমের হাতে এমন সব কাগজপত্র

আসে যাতে তার বিশ্বাস হয় যে ভারতে একটি গণবিপ্লব ঘটতে চলেছে। তাই প্রয়োজন একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা Introduction to Indian Politics (1898) গ্রন্থে এর পরের ঘটনা লেখা আছে। হিউম তাঁর প্রস্তাব ডাফ্‌রিনকে দেওয়াতে ডাফ্‌রিন তাঁর নিজের একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ডাফরিনের প্রস্তাব মতো পুনায় সর্বভারতীয় সম্মেলন বসবে ঠিক হয়েছিল। হিউম তার নাম দিয়েছিলেন Indian National Union। পুনায় কলেরা দেখা যাওয়ায় শিষ মুহূর্তে সম্মেলনের স্থান সরিয়ে নেওয়া হলো বোম্বাই শহরে। সম্মেলনের নাম হলো Indian National Congress. অ্যানি বেসান্তের How India Wrought for Freedom গ্রন্থে কংগ্রেসের একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। তবে অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)** গ্রন্থে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাকে খাটো করে দেখতে চান নি। ১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনকে জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া বলা চলে। রজনী পাম দত্ত হিউমের সহযোগিতার মধ্যে যে ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখেছিলেন তাকে বাতিল করে দিয়েছেন অমলেশ ত্রিপাঠী, সুমিত সরকারের মতো ঐতিহাসিকেরা। অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন যে "ভারতীয় নেতারা কোনকালেই ডাফরিন বা আমলাদের সঙ্গে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন নি। হিউমের নানা স্বকপোলকল্পিত উক্তি ও তাঁর ওয়েডারবার্ণ —উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভাষ্য ইতিহাস বলে চলছে। তার ওপর নির্ভর করতে গিয়ে রজনী পাম দত্তও ভুল করেছেন।" আসলে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা হিউমের সহযোগিতা চেয়েছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে যে, ব্রিটিশ সরকার যেন প্রথম থেকেই কংগ্রেসকে সন্দেহের চোখে না দেখে। সুমিত সরকার মনে করেন যে সেইসময়ে যে রাজনৈতিক বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল হিউম তার পুরো সুযোগটা নিয়েছিলেন। হিউমকে কংগ্রেসের জনক হিসেবে স্বীকার করতে হলে অস্বীকার করতে হয় ভারতীয়দের দীর্ঘকালের জাতীয়তাবাদের প্রকাশ, রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক গৌরবজনক ইতিহাস।

১(খ).৪ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ ও কর্মসূচী

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সাধারণভাবে 'মডারেট' বা 'রমপন্থী' বলে পরিচিত। নরমপন্থী এই কারণে যে তারা সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে দেশের পরিস্থিতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূল নয়। বরং তাঁরা জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের বোধ গড়ে তুলতে। এই বিশ্বাস ও এই কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে তারা তাদের কর্মসূচীকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ভারতীয় জনসাধারণের দাবীগুলিকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়া যাতে তার মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় জনমতের প্রতিফলন হয়। শুধু তাই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সক্রিয় জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে যাতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে সে চেষ্টাও ছিল তাদের

কাম্য। মোটামুটি ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতারা তাদের অধিবেশনে যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তা বি(্-ষণ করলেই প্রথম পর্বের কংগ্রেসের চরিত্র ও পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম কুড়ি বছরকে একটি অভঙ্গ পর্ব হিসাবেই দেখা হয়। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখছেন যে গোটা পর্ব জুড়েই ল(্য আর কর্মপদ্ধতি একই ছিল। প্রতি বছর শেষে কংগ্রেস তিনদিনের জন্য মিলিত হতো এবং তা যেন হয়ে উঠেছিল এক বিরাট সামাজিক উপল(্য। বত্তৃ(তা হতো ইংরেজীতে এবং তা ছিল বিস্তর লম্বা। প্রস্তাব নেওয়া হতো নানান রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে। প্রত্যেক অধিবেশনেই প্রায় একই ছাঁদের প্রস্তাব নেওয়া হতো। এই প্রস্তাবগুলিকেই আমরা আলাদা করে নীচে আলোচনা করব।

১(খ).৪.১ ব্রিটিশ অর্থনীতির সমালোচনা নির্গমন তত্ত্ব বা জেন থিয়োরী

ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক কুফল প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিতর্কের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতে অংশ নেন দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, গোখলে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। দেশের সমগ্র অর্থনীতির পর্যালোচনা করে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির অর্থই হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতিকে পুরোপুরি ব্রিটিশ অর্থনীতির কবলে রাখা। তাঁরা বলতে চাইলেন যে ব্রিটিশ ক্লাসিকাল অর্থনীতি ভারতের (েত্রে নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে আনা হয়েছে। এই মত সম্পর্কে তাদের প্রভাবিত করেছিলেন জন ডিকিনসন, মেজর ইভানসবেল, জন ব্রাইট প্রভৃতি কোম্পানীর সমালোচক ও ক্লিফ লেসলি, ফ্রেডরিক লিস্ট প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ। দেশের সম্পদেরও নির্গমণ বা বাইরে চলে যাওয়া এই সমালোচনা থেকে উঠে আসে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি দেশের শিল্পকে ধ্বংস করেছে, ত্র(মোগত দুর্ভি(দেশবাসীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে আর রাজস্বের ত্র(মবর্ধমান চাপ জনগণকে দারিদর্য্যের চরম সীমায় এনে পৌঁছে দিয়েছে। ২ প্রান্তলিপি—বিস্তৃত বিবরণের জন্য পড়ুন বিপানচন্দ্রের The Rise and growth of economic nationalism in India (New Delhi 1966).

নেতৃবৃন্দ দেখিয়েছিলেন যে তিনভাবে এদেশে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল। প্রথমতঃ ব্রিটিশরা এদেশকে কাঁচামালের সরবরাহক রূপে পরিণত করেছিল। দ্বিতীয়তঃ এদেশকে তারা করে তুলেছিল ব্রিটিশ পণ্যের বাজার। তৃতীয়তঃ এদেশকে তারা কাজে লাগিয়েছিল ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের (েত্র হিসাবে। এই সবের বি(দ্ধেই আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা শত্তি(শালী আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। ভারতের ত্র(মবর্ধমান দারিদ্র্য ও দুর্ভি(ের তদন্ত দাবী করে বারবার প্রস্তাব পাশ করা হয়। রচনা ও বত্তৃ(তার মাধ্যমে ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের একটি ভয়াবহ চিত্র তারা ফুটিয়ে তোলেন। দাদাভাই নৌরজী দেখান যে ভারতীয়দের গড় বার্ষিক আয় সে সময়ে ছিল মাত্র কুড়ি টাকা। ১৯০১ সালে কার্জনও একে তিরিশ টাকার ওপর নিয়ে

যেতে পারেন নি। দাদাভাই লিখেছিলেন, ভারতীয়দের অবস্থা ''নিতান্তই ভূমিদাসের মতো। আমেরিকান দাসেদের চেয়েও তাদের অবস্থা শোচনীয়, কারণ আমেরিকান প্রভুরা অন্তত নিজের সম্পত্তির মতো তাদের দাসেদের যত্ন নেয়''। গোখলে ভারতের জাতীয় ঋণের একটি হিসাবে দেখান যার পরিমাণ ১৮৮১-৯৪ তে সত্তর কোটি টাকা। অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে** লিখছেন যে গোখলে ও রমেশচন্দ্র হোমচার্জ বাবদ পাউণ্ডে দেয় অর্থের পরিমাপ করেছিলেন। ''তাঁদের সিদ্ধান্ত ফাঁপানো, মনে হলে আধুনিক জন ম্যাকলেনের (পড়ুন John Maclane, Indian Nationalism and the Early Congress (1977.) হিসাব— ২৫ কোটি ৯৫ ল(টাকা— মানতে আপত্তি না হওয়াই উচিত। এর জন্য দায়ী ছিল মাথাভারী প্রশাসনিক ব্যয়, অস্বাভাবিক সামরিক ব্যয় (সামগ্রিক ব্যয়েক ৩৫%) রেলওয়ের গ্যারান্টিকৃত লভ্যাংশ বাবদ ব্যয়, ঋণের সুদ বাবদ ব্যয়। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ও সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য যে খরচ হয়েছিল তার প্রতিটি পেনী জুগিয়েছে ভারত স্বয়ং।''

এই ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য নরমপন্থীদের দাবী ছিল মূলতঃ তিনটি। **এক,** করভার কমিয়ে দেশের জনগণের ভার লাঘব করা। **দুই,** ভারতে শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ নীতি আধুনিক শিল্পবিকাশের পথকে বন্ধ করেছিল তার প্রতিকার করা। **তিন,** অবাধ বাণিজ্যনীতি বর্জন করা। এই অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতের রেলপথ, চা বাগিচা, শিল্প ইত্যাদির (েত্রে লগ্নি করার জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক পুঁজি আমদানি হচ্ছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা চেয়েছিলেন শাসনতান্ত্রিক উপায়ে এদেশে বৈদেশিক পুঁজির অনুপ্রবেশের পথ (দ্ধ করে দেওয়া হোক। তাঁরা চেয়েছিলেন দেশের শিল্পকে উন্নত করতে এবং এর জন্য সরকারের যে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে সে কথা তারা সরকারকে মনে করিয়ে দিতেন। শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা ও প্রযুক্তি(বিদ্যার প্রচার ও সম্প্রসারণ করাও সরকারের উচিত বলে তারা মনে করতেন। সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা ছাড়াও দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য তারা স্বাদেশী ভাবধারাকে জনপ্রিয় করে তুলতে চাইছিলেন। ''গণেশ বাসুদেব যোশী যখন ১৮৭৭ সালের রাজদরবার পরিদর্শন করেন, তখন তাঁর পরনে ছিল নিখুঁত হাতে বোনা খাদি। ১৮৯৬ সালে মহারাষ্ট্রে একটি বড়ো স্বদেশী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ছাত্রেরা সেখানে প্রকাশ্যে পুড়িয়েছিলেন বিদেশী কাপড়ের স্তূপ।'' পড়ুন 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, ব(ন দে।

স্বদেশী ভাবধারা জিইয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তারা সর্বভারতীয় আন্দোলন চালিয়েছিলেন সরকারী কিছু কিছু নীতির বি(দ্ধে। ব্রিটিশ সরকার এ দেশের বস্ত্রশিল্পের ওপর করচাপানোর যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার বি(দ্ধে তারা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য দাবী সম্পর্কেও তাঁরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ভূমিরাজস্বের অত্যধিক চড়া হারকে তারা তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে ঋণ জোগাবার জন্য ১৯০২ সালে কৃষি ব্যাঙ্কের দাবি তোলা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশে যে অসাম্যের সৃষ্টি করেছিল তার কারণ ব্যাখ্যা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদেশীয় কৃষক'-এ।

১৮৭৩ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত কার্জনকে লেখা এক খোলা চিঠিতে কৃষকদের খাজনা চিরস্থায়ী করার পরামর্শ দেন। কংগ্রেসের আদি জাতীয়বাদীনেতারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার দাবী করেছিলেন যদিও তার কোন ফল হয় নি।

কংগ্রেস কৃষির সঙ্গে কুটির শিল্পকেও যুক্ত(করেছিল। ১৮৮৭তে আধুনিক কৃষ্ণকৌশলে শি(ািদান দাবী করা হয়। ১৮৯৮ সালে জাপানী আদর্শে শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। ১৯০১ থেকে প্রতি বছর কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী বসত। ১৮৯৯ তে লালা মুরলীধর বিলাতী বিলাসদ্রব্য বর্জনের এবং ১৮৯৮ তে মদনমোহন মালব্য দেশী শিল্পদ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান জানান। আমরা বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই স্বদেশী ও বয়কটের মৃদু মেঘমন্দ্র শুনি। পড়ুন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)— অমলেশ ত্রিপাঠী।

ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা যে তত্ত্বটি খাড়া করেছিলেন তা হলো 'নির্গমন তত্ত্ব' বা 'ড্রেন থিয়োরী'। পূর্বে এ সর্ম্পকে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতের অর্থসম্পদ ও মূলধনের একটি বড়ো অংশ বিভিন্ন রকম ভাবে বিদেশে চলে যাচ্ছে। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখছেন যে ভারতের মাটি থেকে উৎপন্ন রস সূর্য শোষণ করে নিয়ে গেছে। আকাশ থেকে তা আবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে ভারতে নয়, ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ড সম্পদশালী ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে ছিল তিনটি (১) হোম চার্জেস, (২) বিনিয়োগ, (৩) বিদেশী ব্যাঙ্ক, বীমা ও জাহাজ কোম্পানী। পলাশীর যুদ্ধের পর একের পর এক নবাবের পরিবর্ত্তনের প্রত্রি(য়া কোম্পানীকে প্রভূত অর্থলাভের সুযোগ দেয়। এ ছাড়া কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দেওয়া হতো ভারত থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে। ভারতীয় রাজ্যদখলের জন্য কোম্পানীর যে টাকা খরচ হতো তাও আসতো ভারতেরই রাজস্ব থেকে। আবার ভারতে নিযুক্ত(ব্রিটিশ সেনাদল তাদের বেতনের একটা মোটা অংশ পাঠিয়ে দিত নিজের দেশে। ভারতে বিদেশী মূলধন যা আসতো তার সুদ দিতে হতো ভারতকে। আবার সার্ভিস চার্জ হিসাবে বিপুল পরিমাণে অর্থ এদেশ থেকে নিষ্কাশিত হতো। কংগ্রেসের আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা এই সম্পদ নির্গমণের তত্ত্বকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে ব্রিটিশ শোষণের ভয়াবহ রূপকে তাদের বোঝাতে পেরেছিলেন। তাদের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ রাজত্বের পকৃত চরিত্র সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় ধারণা গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল।

১(খ).৪.২ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি

আদি জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে প্রথম দাবী ছিল ইংল্যান্ডে ও ভারতে একযোগে আই.সি.এস. পরী(ার মাধ্যমে ঐ পরিষেবার ভারতীয়করণ। ভারতীয়করণের দাবী তুলে তারা বর্ণবিদ্বেষের উপর একটি আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তাঁর 'আধুনিক

ভারতে' লিখছেন, ''শ্বেতাঙ্গ বড়কর্তাদের মোটা মাইনে বা অবসরভাতা চলে যাচ্ছিল ইংল্যাণ্ডে। ভারতীয়করণ হলে তা বন্ধ হয়ে সম্পদ নির্গমও কমত আর প্রশাসনও ভারতের প্রয়োজনের দিকে বেশী মন দিত।'' তাঁদের দ্বিতীয় দাবী ছিল বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা, জুরির সাহায্যে বিচারের বিস্তার ঘটানো, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের জন্য আরও উঁচু পদ ও ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন। তাঁদের তৃতীয় দাবীতে তারা জনশি(ার উপর জোর দিয়েছিলেন। তারা চেয়েছিলেন সরকার প্রযুক্তি(বিদ্যা ও উচ্চশি(ার (ে ত্রে সুযোগসুবিধা আরো বাড়িয়ে দিক। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের প্রতিও তারা সমান গু(ত্ব আরোপ করেন।

১(খ).৪.৩ নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম

ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতি ত্র(মাগতই ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার (ু ণ্ন করছিল। ১৮৭৮ এ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের প্রবর্তন এর একটি দৃষ্টান্ত। এই আইনটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রচন্ড গণ-আন্দোলনের ফলে সরকার এই আইনটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে নাগরিক অধিকার র(ার সংগ্রাম এক তীব্র আকার ধরেণ করে। তিলককে দেওয়া হয়েছিল ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। পুনায় দুই নাটুভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাবিচারে দেশান্তরে পাঠানো হয়েছিল। এ ছাড়া কয়েকজন সংবাদপত্র সম্পাদককেও দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এর প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি ও রাজনৈতিক সমিতিগুলি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিবাদকে মোকাবিলা করার জন্য সরকার নতুন নতুন আইনের মাধ্যমে বাক্‌স্বাধীনতাকে খর্ব করে পুলিশের (মতার মাত্রাকে বাড়াতে চেয়েছিলেন। এর প্রতিবাদেও জনগণ নিজেদের সংগঠিত করতে লাগল। এই নাগরিক অধিকার র(ার সংগ্রাম এক হয়ে মিশে গেল দেশের মুক্তি(র বৃহত্তর সংগ্রামে।

১(খ).৪.৪ স্বায়ত্তশাসনের দাবী

আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা বি(াস করতেন স্বায়ত্তশাসনে যা হবে গণতন্ত্রভিত্তিক। তবে তারা এও জানতেন যে স্বায়ত্তশাসনের ল(্যে পৌঁছতে হলে তাদের এগোতে হবে ধীরে ধীরে, অনেক স্তর পেরিয়ে। এই অনেক স্তরের প্রথম স্তরটি ছিল আইনসভাগুলির বিস্তার ও সংস্কার সাধনের দাবী। তাঁরা মনে করেছিলেন এর ফলে ভারতীয়রা অধিক পরিমাণে সরকারী (মতা লাভ করতে পারবে। ১৮৬১-র ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টে কিছু বেসরকারী ব্যক্তি(আইনসভায় মনোনয়নের অধিকার পেয়েছিলেন কিন্তু এরা বেশীরভাগই ছিলেন জমিদার বা ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর। জাতীয়তাবাদী নেতারা দাবী করলেন যে মনোনয়ন নয় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা আইনসভাগুলির সভ্যপদ লাভ করবে নির্বাচনের ভিত্তিতে। এরই সাথে তারা আইনসভাগুলির (মতার সীমা বাড়ানোর দাবী করলেন। এই দৈনন্দিন শাসনের

(ে ত্রে তাঁদের প্র(করার ও সমালোচনার অধিকারের দাবী তারা জানালেন।

১৮৯২ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টে এই দাবীগুলির মধ্যে কয়েকটি মেনে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু ভোট দেবার অধিকারকে মানা হলো না অর্থাৎ গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রথাকে অস্বীকার করা হলো। মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত তালিকা থেকে সরকারই শেষ মনোনয়ন করতেন। ''সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকবে, পরিষদে বাজেট নিয়ে ভোটাভুটি হবে না, সভ্যরা কোন প্রস্তাব আনতে বা সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারবেন না এবং সর্বোপরি বড়লাটের যে কোন আইন বা রেগুলেশান করার (মতা থাকবে—এই সব অগণতান্ত্রিক প্রথাও চালু থাকল''— লিখছেন ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী। তবে বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে তারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করলেন। এই দাবী প্রথম উত্থাপন করেছিলেন দাদাভাই নৌরজী ১৯০৪ সালে। ১৯০৫-এ গোপালকৃষ(গোখলে আবার এই দাবী জানান। ১৯০৬ সালে 'স্বরাজ্য' কথাটির মাধ্যমে দাদাভাই নৌরজী এই দাবীকে আরো জোরদার করে তুললেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আদি জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তাদের উত্তরসূরীদের ল(্যের কোন পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য ছিল পদ্ধতিতে, পার্থক্য ছিল পথে।

১(খ).৫ আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি

আদি জাতীয়তাবাদীদের মডারেট বা নরমপন্থী বলাটাই প্রথাসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম কুড়ি বছর তাঁরাই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের কাজের ধরন ও কায়দার জন্যই তারা নরমপন্থী আখ্যা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের কাজের ধরনের মূল সুরটি নৌরজীর কথায় বলা চলে 'অ-ব্রিটিশ শাসন'। ব্রিটিশ শাসনকে সরাসরি আত্র(মণ করতে তারা চান নি। বরং তারা দেশের জনসাধারণকে আধুনিক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন আর চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাবিত করে সংস্কার ও পরিবর্তনের পথ সুগম করতে। স্মারকপত্র ও আবেদনত্রের দ্বারা এই কাজটি তাঁরা করতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ব্রিটিশ কমিটি নামে একটি স্বতন্ত্র কমিটি ১৮৮৯ সালে গঠিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রচারকার্য চালানোর জন্য দাদাভাই নৌরজী তাঁর জীবন ও সম্পদের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করেছিলেন।

নরমপন্থী নেতাদের ইংরেজদের ন্যায়বিচারের ওপর অগাধ আস্থা ছিল। তাদের নীতিই ছিল আবেদন নিবেদনের। অধ্যাপক সুমিত সরকার তার 'আধুনিকভারতে' নরমপন্থীদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, ''বেশীর ভাগ নরমপন্থীর (ে ত্রেই রাজনীতি ছিল অনেকটা আংশিক সময়ের কাজ— কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক দল ছিল না, ছিল বছরে তিন দিনের এক মেলা। তার দু-একজন সচিব ছিল, আর কিছু স্থানীয় সমিতি। কাগজে কলমে তার সংখ্যা ছিল বিস্তর, আসলে কিন্তু সেগুলো ছোট ছোট ঘোঁট (সাধারণত আইনজীবীদের) ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজেদের মধ্যে থেকে সে বছরের

কংগ্রেস প্রতিনিধি ‘নির্বাচন বা কোনো তাৎ(ণিক অভিয়োগ নিয়ে প্রস্তাব পাশ করার জন্যে মাঝে মধ্যে সেগুলোর বৈঠক হতো, না হলে ভোগ করত লম্বা নিশ্চিন্ত শীত ঘুম।’’

নরমপন্থীদের সামাজিক বিন্যাসই জন্ম দিয়েছিল এ ধরনের মনোভাবের। ব্যক্তি(গত জীবনে নরমপন্থী নেতারা ছিলেন ইংরেজ ভাবিত ও নিজেদের পেশায় অত্যন্ত সফল। তাই ইংরেজদের সম্পর্কে তাদের এক দোলাচল গ্রস্ত মনোভাব ছিল। ইংরেজদের কিছু কিছু নীতির তারা সমালোচনা করতেন বটে কিন্তু সাধারণভাবে ব্রিটিশ শাসন তাদের কাছে ছিল মঙ্গলময় বিধাতার আসীর্বাদ। পেশায় সফল বলে তাদের রাজনৈতিক কাজকর্মের সময়ের অভাব ছিল। বেশীর ভাগ নেতার জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের। অনেকসময়েই এ সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ সম্পর্কে তাঁরা অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ১৮৮৭ তে একবার সুরাপান নিবারণী প্রচারের সময় সুরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, নিচু তলার মানুষেরা একেবারেই বিজাতীয়। ইদানীংকালের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে গোড়ার দিকের কংগ্রেসের পেশাদার বুদ্ধিবত্তিজীবীদের সঙ্গে সম্পত্তিশালী গোষ্ঠীগুলির যোগাযোগ ছিল। অতএব এই নেতৃত্বের প(র‍্যাডিক্যাল কর্মসূচী নেওয়া সম্ভব ছিল না।

১(খ).৬ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের দুর্বলতা

কংগ্রেসের মঞ্চে ও কাউন্সিলক(নরমপন্থীরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের দিক তুলে ধরেছিলেন। তাঁদের এ সমালোচনা শুধু চরমপন্থী নয় গান্ধীবাদীদেরও চিন্তাধারার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। তবু তাদের দুর্বলতাগুলি অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেসের সংগঠনের ভেতরেই ছিল দুর্বলতার বীজ। শক্তি(মান ব্যক্তি(ত্বকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের রাজনীতি গড়ে উঠেছিল। তিলকের চারদিকে ও গোখলের চারদিকে যেমন পুনায় আলাদ বৃত্ত গড়ে উঠেছিল তেমনি আলাদ বৃত্ত গড়ে উঠেছিল বোম্বাইতে মেহতা য়োচাকে ঘিরে আবার বাংলায় কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। প্রাদেশিক ও গোষ্ঠী স্বার্থ বিসর্জনে এরা সকলেই ছিলেন নারাজ। এতে কংগ্রেসের ঐক্যের প্র(টি বিঘ্নিত হয়েছিল। রানাডে সমাজ-সংস্কারকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক তথা অচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করতেন। কিন্তু তিলক-এ দুটোকে এক করতে রাজী ছিলেন না। রানাডের দল ১৮৯১ সালে সহবাসবিষয়ক আইনকে সমর্থন জানালে তিলক সংস্কারকদের বি(দ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বহু প্রাচীনপন্থী, দেশীয় ভাষায়, শি(ত এমনকি অশি(ত লোকের সমর্থন পেলেন। সমর্থন সম্প্রসারিত করার জন্য তিনি ‘শিবাজী উৎসব’ প্রবর্তন করলেন। ১৮৯৫ সালে পুনায় কংগ্রেস বসলে চাপেকারদের মত উগ্র ত(ণদের সাহায্যে তিনি ন্যাশনাল কনফারেন্স বন্ধ করে দেন।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের কংগ্রেসের প্রতি অনীহা। প্রথম যুগের নেতাদের ধর্মনিরপে(তা কিন্তু মুসলিমদের কংগ্রেসের পতাকাতলে আনতে পারে নি। আলিগড় বি(বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল তার ফল হয়েছিল বিষময়। আলিগড়

আন্দোলনের হোতা স্যার সৈয়দ আহমেদ জাতীয়তাবাদী নেতা বদ(দ্দিন তায়েবজীকে লিখেছিলেন "এই জাতীয় কংগ্রেস কেবল আমাদের সম্প্রদায়ের প(ে ই (তিকর নয়, সমগ্র ভারতের প((তিকর। ভারতকে এক জাতি মনে করে এমন যে কোন ধরনের কংগ্রেসে আমার আপত্তি রয়েছে।" (পড়ুন অমলেশ ত্রিপাঠী, **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস,** পৃঃ ৪৮) কংগ্রেসকে তিনি একটি হিন্দু সংগঠন বলে মনে করতেন আর তার প্রস্তাবগুলিও তাঁর কাছে ছিল মুসলিমদের প((তিকর।

নরমপন্থীদের তৃতীয় দুর্বলতা ছিল তারা ঔপনিবেশিক শোষণ সম্পর্কে সজাগ হলেও দরিদ্র অশি(িত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের জন্য কোন সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর Bengal 1920-1947 The Land Question গ্রন্থে কংগ্রেসের এই অ(মতা নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ত্র(মোগত দুর্বল হয়ে কংগ্রেস এক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জালে জড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৮৫-১৯০৫-এর মধ্যে সরকারের কাছে কংগ্রেসের দাবীদাওয়াগুলি প্রায় সবই নাকচ হয়ে গিয়েছিল বা অতি খণ্ডিতাকারে গৃহীত হয়েছিল। এর ফলে নরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ও পদ্ধতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ উদারতন্ত্রে তাঁদের ছিল অমোঘ বি(াস। তাঁরা ব্রিটিশ জনচিত্তকে ভারত সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ কাজে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।

আসলে নিজের দেশের মানুষের চিত্তেই কংগ্রেসের মূল শক্তি(শালী ছিল না। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে নরমপন্থীরা ছিলেন ইংরেজী শি(িত উঁচুতলার মানুষ। ইংরেজীতে দেওয়া তাঁদের বক্তৃ(তা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। এ ছাড়া ১৮৯৯ সালের আগে কংগ্রেসের কোন গঠনতন্ত্র ছিল না। কোন নিয়মিত আয়েরও ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৯৭-র অধিবেশনে শেষে অ(িনী দত্ত কংগ্রেসকে "তিনদিনের তামাশা" আখ্যা দিয়েছিলেন। তিলক বারবার নতুন গঠনতন্ত্র দাবি করছিলেন। এ সব তথ্য বড়লাটের অজ্ঞাত ছিল না। ১৯০০ সালের ১৮ই নভেম্বর কার্জন ভারতসচিব হ্যামিলটনকে লেখেন, "আমার দৃঢ় বি(াস কংগ্রেস ভেঙ্গে পড়ছে এবং ভারতে থাকাকালীন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হবে তার শান্তিপূর্ণ মরণে সাহায্য করা।"

১(খ).৭ জাতীয় আন্দোলনের আদিপর্বে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সরকার প্রথমে খুব একটু বিরূপতা প্রকাশ করেন নি। ব্রিটিশ কর্তৃপ(মনে করেছিলেন কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে জাতীয় নেতাদের তারা স্ববশে রাখতে পারবেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেসের রাজনৈতিক বার্তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছোনোর জন্য একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ, তার শোষণের বীভৎস মুখ উদঘাটিত হচ্ছিল জনসাধারণের কাছে। এর গু(ত্ব ব্রিটিশ কর্তৃপ(খুব সহজেই ধরতে পেরেছিলেন। ১৮৮৬ সালে,

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে ডাফ্‌রিন লিখেছিলেন, ‘‘এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সংবাদপত্রগুলি যারা পড়ে তাদের দৃঢ় ধারণা জন্মাবে, আমরা সমগ্র মানবজাতির এবং বিশেষ করে ভারতবাসীর শত্রু।’’

ব্রিটিশ কর্তৃপ(এর পর থেকেই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে লাগলেন। ‘‘দেশদ্রোহ সৃষ্টির কারখানা’’ বলে তারা কংগ্রেসকে বর্ণনা করলেন। ১৮৮৭ সালে ডাফ্‌রিন একটি প্রকাশ্য বক্তৃ(তায় কংগ্রেসকে ‘‘দেশের জনসংখ্যার এক অতি (ুদ্র অংশের প্রতিনিধি’’ বলে অভিহিত করলেন।

এমতাবস্থায় ব্রিটিশ কর্তৃপ(তাদের বিভাজন ও শাসননীতিকে আরো জোরদার করে কাজে লাগাতে চাইলেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান রচনার কাজটি তারা খুব ভালোভাবেই করতে লাগলেন। মদত জোগালেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ও রাজা শিবপ্রসাদের মত ব্রিটিশ অনুগতদের। অন্যভাবেও তারা এই নীতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ‘‘নব্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বি(দ্ধে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীগুলিকে উত্তেজিত করে, এক প্রদেশের বি(দ্ধে অন্য প্রদেশকে (্ষেপিয়ে তুলে, আর জাতি ও সামাজিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিরোধের বীজ রোপণ করে ‘শাসন ও বিভাজনের’ চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপ(।’’ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ সৃষ্টি করারও চেষ্টা করেছিলেন তারা। কখনোও সুযোগ সুবিধা দিয়ে দলে টানা কখনোও বা অত্যাচারের ভয় দেখানো— এই ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতিত্রি(য়া। ভারতবাসীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে ভাইসরয় এলগিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, ‘‘অসির সাহায্যে আমরা ভারত জয় করেছি, অসি দিয়েই তাকে শাসন করব।’’ নানারকম আইন পাস করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছিল এবং পুলিশ ও শাসক সম্প্রদায়ের (মতাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রসারকে রোধ করার জন্য শি(ার ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৩ সালে এডুকেশন এ্যাক্ট প্রবর্তিত করা হলো। পাশাপাশি তারা মদত দিতে লাগলেন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অধীনে শি(ায়তনগুলিকে। অর্থাৎ প্রগতিশীল যুক্তি(বাদী শি(ার মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইলেন প্রতিত্রি(য়াশীল শি(াব্যবস্থাকে। সরকারী এই বিরূপতার মধ্যে আদি জাতীয়তাবাদীদের পথ তৈরী করতে হয়েছিল তাই তাদের সাফল্য ছিল সীমিত।

১(খ).৮ আদি জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ

আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা তাদের ‘ভি(ুকসুলভ’ নীতির জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হন তাঁদের উত্তরসূরীর কাছে। ১৮৯৩-৯৪ সালে অরবিন্দ ঘোষের লেখা ‘পুরনোর বদলে নতুন বাতি’ নামে এক প্রবন্ধগুচ্ছে কংগ্রেস ‘ভি(াবৃত্তি’কে আত্র(মণ করা হয়। অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের অধিবেশনকে তিন দিনের তামাশা আখ্যা দেন। রবীন্দ্রনাথও সরাসরি আত্র(মণ করেছিলেন কংগ্রেসের ভি(াবৃত্তিকে। সমালোচকেরা ব্যঙ্গ করে আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনীতিকে ‘‘ভী(এবং উদাসীন’’ বলেছেন এবং

তার কারণও ছিল। এ কথা সত্যি যে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা ও সুবিচার আদায়ের জন্য কুড়ি বছর ধরে তারা যে আন্দোলন করেছিলেন তা প্রায় বিফলই হয়েছিল। লালা লাজপত রায় মন্তব্য করেছেন যে তারা চেয়েছিলেন (টি আর পেয়েছিলেন পাথরের টুকরো। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদনের নীতিতেই এঁরা বি্বাসী ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রাজনীতির ধারাও সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। এককথায় তাঁদের আন্দোলন ১৯০৫-এর আগেই তার গতি হারিয়েছিল।

কিন্তু এ কথা মনে করা কিছুতেই ঠিক হবে না যে আদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোনরকম অবদান ছিল না। মনে রাখতে হবে তাদের দুস্তর বাধার কথা যে বাধাকে অতিত্র(ম করে তারা অন্তত একটা কথা মানুষকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদাই তাদের একমাত্র শত্রু। এই চেতনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন এক জাতীয়ত্ববোধে। তাঁদের প্রচারের জন্যই দেশের মানুষ পরিচিত হতে পেরেচিলেন আধুনিক রাজনীতির তত্ত্ব ও চিন্তাধারার সঙ্গে।

তাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের দিকটি তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্যে তাদের মোটামুটি সফল হয়েছিল। নরমপন্থী কংগ্রেসের অবদান সম্পর্কে বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি ও ব(ণ দের ‘‘স্বাধীনতা সংগ্রাম’’ গ্রন্থে সুন্দর করে আলোচনা করা হয়েছে। ‘‘১৮৮৫-১৯০৫ এ যুগ ছিল জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনের যুগ। আদি জাতীয়তাবাদীরা সে ভিত্তি সযত্নেই স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের জাতীয়তাবোধ কোন সংকীর্ণ আবেগ বা চকিত উত্তেজনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। স্বাধীনতা ও মুক্তি(র জন্য কোন বিমূর্ত আকর্ষণ বা তমসাচ্ছন্ন অতীতপ্রিয়তার ওপরও তাঁদের নির্ভর করতে হয় নি। তাঁদের জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের অত্যন্ত বাস্তব ও তী্ম বি(-ষণকে আশ্রয় করে, যার মধ্যে দিয়ে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এ দেশের মানুষ ও ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে প্রধান স্বার্থের দ্বন্দ্ব কোনখানে। এর ফলেই তাদের প(সর্বোপযোগী একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে পরবর্তী যুগে দেশের মানুষ সংগ্রামের (েত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিলেন।’’

তাই অনেক ব্যর্থতা অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে আদি জাতীয়তাবাদীদের আবদানকে অস্বীকার করা যায় না। যে সময়ে যে কালে তারা দেশের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন তার সাফল্য সীমিত হতে বাধ্য। তাঁদের ব্যর্থতার মধ্যেই ভবিষ্যতের মহান সাফল্যের শক্তি(লুকিয়ে ছিল।

১(খ).৯ সারাংশ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর মোম্বাই-এর তেজপাল সংস্কৃত কলেজ হলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যারা

নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সাধারণভাবে ‘মডারেট’ বা নরমপন্থী বলে পরিচিত। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করা। এই কুড়িবছর ধরে তাদের কর্মপদ্ধতি প্রায় একইরকম ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক কুফলই তাদের আলোচনার মূল বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির অর্থই হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতিকে পুরোপুরি ব্রিটিশ অর্থনীতির কবলে রাখা। ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে তারা যে তত্ত্বটি খাড়া করেছিলেন তা হলো ‘নির্গমন তত্ত্ব’ বা ‘ড্রেন থিয়োরী’। প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে তাঁরা চেয়েছিলেন প্রশাসনে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের অংশগ্রহণ। নাগরিক অধিকার র(ার সংগ্রামও কংগ্রেসের আন্দোলনের মূল স্রোতে মিশে গিয়েছিল। আদি জাতীয়তাবাদীদের একটি প্রধান দাবী ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবী। তারা জানতেন যে আইনসভাগুলির বিস্তার ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে তারা এই দাবীগুলি কার্যকর করতে পারবেন। তাদের নীতি ছিল আবেদন নিবেদনের। ভাষণ ও স্মারকপত্র পেশের মধ্যে তাঁরা তাদের আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। নানা প্রচারের মাধ্যমে তারা ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন।

নরমপন্থীদের সামাজিক বিন্যাসই ছিল তাদের প্রধান দুর্বলতা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কোন প্রত্য(যোগাযোগ ছিল না। মুসলিম সমাজ কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল। ১৮৯৯ সালের আগে কংগ্রেসের কোন গঠনতন্ত্র ছিল না। কোন নিয়মিত আয়েরও ব্যবস্থা ছিল না।

এ সব দুর্বলতা সত্ত্বেও আদি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তরকে তাঁরাই স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা তাদের উত্তরসূরীদের কাছে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁরাই দেশের মানুষকে আধুনিক রাজনীতির তত্ত্ব ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। তাঁরাই প্রথমে একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন করতে স(ম হয়েছিলেন। এই কর্মসূচীই পরবর্তী যুগে দেশের মানুষকে সংগ্রামের (ে ত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল।

১(খ).১০ অনুশীলনী

১। পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন—

ক. নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ ও কর্মসূচীগুলি কি ছিল?

খ. নির্গমন তত্ত্বের’ অর্থ কি? কি কি প্রকারে দেশের সম্পদ বাইরে চলে যেত?

গ. আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি সং(ে পে আলোচনা ক(ন।

ঘ. নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের দুর্বলতা কি ছিল?

ঙ. সং(ে পে আদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল্যায়ন ক(ন।

২। শূন্যস্থান পূরণ ক(ন—

ক. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর নাম ________________।

খ. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন _____________।

গ. ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা যে তত্ত্বটি খাড়া করেছিলেন তা হলো ___________ বা _____________।

ঘ. বেশীর ভাগ নরমপন্থীর (্ত্রেই রাজনীতি ছিল অনেকটা ________ __________ কাজ।

ঙ. কংগ্রেসের সংগঠনের ভেতরেই ছিল _____________ ____________।

৩। সঠিক উত্তরটি (✓) চিহ্(দ্বারা চিহ্(ত ক(ন—

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮৩, ১৮৮৫) সালে।

খ. কংগ্রেসের আদি যুগের নেতাদের বলা হতো (নরমপন্থী, চরমপন্থী)।

গ. আদি জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন (পূর্ণস্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন)।

ঘ. তাঁদের নীতি ছিল (সশস্ত্র সংগ্রাম, আবেদন-নিবেদনের)।

ঙ. আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা বক্তৃ(তা করতেন (ইংরেজীতে, হিন্দীতে, বাংলায়)।

৪। একটি বাক্যে উত্তর দিন—

ক. সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে কারা ছিলেন?

খ. বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি কার প্রেরণায় জন্ম নিয়েছিল?

গ. 'ভারতসভা' কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

ঘ. ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যম কি কি ছিল?

ঙ. দাদাভাই নৌরজী ব্রিটিশ শাসনকে কি মনে করতেন?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন—

১। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রে(াপট সম্পর্কে লিখুন।

২। প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতারা কিভাবে ব্রিটিশ অর্থনীতির সমালোচনা করেছিলেন?

৩। নরমপন্থী নেতারা কি কি দাবী ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন?

স্বল্প কথায় লিখুন—

১। প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুর্বলতা ও সাফল্য সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।

১(খ).১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। জন ম্যাকলেন, ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিজম এ্যান্ড দি আর্লি কংগ্রেস

২। বিপান চন্দ্র, দি রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশানালিজম ইন ইন্ডিয়া

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)

৪। সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত (Modern India)

৫। অনিল শীল, দি ইমার্জেন্স অব ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিজম্

৬। বি. বি. মিশ্র, দি ইন্ডিয়ান মিডল ক্লাসেস দেয়ার গ্রোথ ইন মডার্ন টাইমস্

৭। রজতকান্ত রায়, আরবান (টস অব ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিজম, প্রেসার গ্রুপ্স অ্যান্ড কনফ্লি* অব ইন্টারেস্টস ইন ক্যালকাটা সিটি পলিটিক্স।

৮। নিখিল সুর, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি

৯। রজনী পাম দত্ত, ইন্ডিয়া টুডে

১০। উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, অ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম

১১। বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, ব(ন দে স্বাধীনতা সংগ্রাম